Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৪

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

ওয়াহাদা-হু ইলা- ছ্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ১২২। ওয়া আ-তাইনা-হু ফিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতান্ ; ওয়া ইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরাতি
আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরলপথে চালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাকে পৃথিবীতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং পরকালেও তিনি

لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا

লামিনাছ্ ছ্বা-লিহ্বীন্। ১২৩। ছুম্মা আওহ্বাইনা~ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হ্বানীফান্ ; ওয়ামা-
হবেন সৎলোকদের অন্যতম। (১২৩) অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি যে, 'আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করুন'। তিনি

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ

কা-না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১২৪। ইন্নামা- জু'ইলাস্ সাব্তু 'আলাল্লাযীনাখ তালাফূ ফীহি ; ওয়া ইন্না
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার পালন তো কেবল তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছিল, যারা এতে মতভেদ করত– আপনার

رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اُدْعُ

রাব্বাকা লাইয়াহ্বকুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ১২৫। উদ্'উ
প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন– যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত। (১২৫) আপনি মানুষকে

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ

ইলা- সাবীলি রাব্বিকা বিল্হ্বিক্মাতি ওয়াল মাও'ইজাতিল্ হ্বাসানাতি ওয়া জ্বা-দিল্হুম্ বিল্লাতী হিয়া আহ্বসানু ;
প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আপনার রবের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা করুন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاِنْ

ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বাল্লা 'আন্ সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল্মুহ্তাদীন্। ১২৬। ওয়া ইন্
নিশ্চয় আপনার প্রভু তার ব্যাপারে ভাল করে জানেন– যে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়। আর যে সৎপথে আছে তার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ জানেন। (১২৬) যদি তোমরা শাস্তির

عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

'আ-ক্বাব্তুম্ ফা'আ-ক্বিবূ বিমিছ্লি মা-'উক্বিব্তুম্ বিহী ; ওয়া লাইন্ ছ্বাবার্তুম্ লাহুওয়া খাইরুল্ লিছ্ছ্বা-বিরীন্।
প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতখানি কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা খুবই উত্তম ব্যাপার।

﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ

১২৭। ওয়াছ্বির্ ওয়ামা- ছ্বাব্রুকা ইল্লা- বিল্লা-হি ওয়ালা- তাহ্বযান্ 'আলাইহিম্ ওয়ালা-তাকু ফী দ্বাইক্বিম্
(১২৭) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহর তৌফিকেই হয়। আর তাদের আচরণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের

مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝ ع ١٦ ٢٢

মিম্মা- ইয়াম্কুরূন্। ১২৮। ইন্নাল্লা-হা মা'আল্লাযী নাত্তাক্বাও.ওয়াল্লাযীনা হুম্ মুহ্বসিনূন্।
কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। (১২৮) যারা মুত্তাকী এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন। রুকু

সূরা আল হিজ্র
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৯
রুকূ ঃ ৬

(١) الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১। আলিফ্ লা—ম্ রা-, তিল্কা আ-য়া-তুল্ কিতা-বি ওয়া কুরআ-নিম্ মুবীন্।
(১) আলিফ লাম রা, এগুলো পরিপূর্ণ কিতাব ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

(٢) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (٣) ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا

২। রুবামা- ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারূ লাও কা-নূ মুস্‌লিমীন্। ৩। যারহুম্ ইয়া'কুলূ ওয়া ইয়াতামাত্তা'উ
(২) কখনও কখনও কাফেররা কামনা করবে, যদি তারা মুসলমান হত, তবে কত ভাল হত! (৩) তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন, তারা ভাল করে খেতে থাকুক,

পারা ১৪

وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٤) وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ

ওয়া ইউলহিহিমুল আমালু ফাসাওফা ইয়া'লামূন্। ৪। ওয়ামা~আহলাক্না- মিন্ ক্বারইয়াতিন্ ইল্লা- ওয়ালাহা- কিতা-বুম্
ভোগ করতে থাকুক এবং বিভিন্ন আশায় তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকুক- অচিরেই তারা জানতে পারবে। (৪) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস

مَّعْلُوْمٌ (٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ (٦) وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ

মা'লূম্। ৫। মা-তাস্‌বিকু মিন্ উম্মাতিন্ আজ্বালাহা- ওয়ামা- ইয়াস্‌তা'খিরূন্। ৬। ওয়া ক্বা-লূ ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযী
করি না। (৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতে থাকতে পারে না। (৬) তারা বলে, 'হে সেই ব্যক্তি! যার

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ (٧) لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ

নুয্‌যিলা 'আলাইহিয যিক্‌রু ইন্নাকা লামাজ্‌নূন্। ৭। লাও মা- তা'তীনা- বিল্‌মালা—ইকাতি ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্‌
প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে- আপনি তো নিশ্চয় একজন উম্মাদ। (৭) তবে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছেন না কেন, যদি আপনি

الصّٰدِقِيْنَ (٨) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (٩) اِنَّا نَحْنُ

ছা-দিক্বীন্। ৮। মা- নুনায্‌যিলুল্ মালা—ইকাতা ইল্লা- বিল্‌হাক্বক্বি ওয়ামা- কা-নূ~ইযাম্ মুনজারীন্। ৯। ইন্না- নাহ্‌নু
সত্যবাদী হন? (৮) আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে ফয়সালা করার জন্যই পাঠাই। আর ফেরেশ্‌তারা উপস্থিত হলে তারা কোন অবকাশ পাবে না। (৯) নিশ্চয় আমিই

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (١٠) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○

নায্‌যাল্‌নায্ যিক্‌রা ওয়া ইন্না- লাহূ লাহা-ফিজূন্। ১০। ওয়া লাক্বাদ আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফী শিইয়া'ইল আওয়্যালীন্।
কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই একে সংরক্ষণ করব। (১০) আপনার পূর্বে নিশ্চয় আমি পূর্ববর্তী অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

(١١) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١٢) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ

১১। ওয়ামা- ইয়া'তীহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন্। ১২। কাযা-লিকা নাসলুকুহূ ফী
(১১) তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি- যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না। (১২) এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে

قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٣) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○

কুলূবিল মুজ্‌রিমীন্। ১৩। লা- ইউ'মিনূনা বিহী ওয়া ক্বাদ্ খালাত সুন্নাতুল্ আওয়্যালীন্।
বিদ্রূপ-প্রবণতা বদ্ধমূল করে দিই। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না- তাদের এই রীতি পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ ربما يود - এ কামনা কখন করবে? এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি দেখাবেন, অথবা জাহান্নামে যাবার মুহূর্তে, অথবা গুনাহগার মুমিনগণকে কিছু দিনের জন্য শাস্তিমূলক জাহান্নামে রেখে, পরে জাহান্নাম হতে বের করে আনার সময়, অথবা হাশরের ময়দানে হিসাবের সময়, যখন কাফিররা দেখবে যে, মুসলমানগণ জান্নাতের দিকে যাচ্ছে। কারো মতে, কাফেরদের থেকে এ কামনা সর্বসময়ের জন্যই হতে পারে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৫) ঃ বরং নির্ধারিত সময়েই ধ্বংস হয়েছে, সুতরাং নির্ধারিত সময় এসে উপস্থিত হলেই তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে। (বঃ কোঃ)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ⑭ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا

১৪। ওয়া লাও ফাতাহ্‌না- 'আলাইহিম্ বা-বাম্ মিনাস্ সামা—ই ফাজাল্‌লূ ফীহি ইয়া'রুজূন্। ১৫। লাক্বা-লূ~ইন্নামা-

(১৪) যদি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দিই এবং তারা সারা দিন তাতে আরোহণ করতে থাকে। (১৫) তবুও তারা বলবে,

১ ع১৫ ১ রুকূ

سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ⑮ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ

সুক্কিরাত্ আব্‌ছা-রুনা- বাল্ নাহ্‌নু ক্বাওমুম্ মাসহূরূন্। ১৬। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা'আল্‌না- ফিস্ সামা—ই

'আমাদের চক্ষু নজরবন্দী করা হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' (১৬) নিশ্চয় আকাশে আমি বড় বড় নক্ষত্র সৃষ্টি

بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ⑯ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ⑰ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ

বুরূজ্বাওঁ ওয়া যাইয়্যান্না-হা- লিন্না-জিরীন্। ১৭। ওয়া হাফিজ্‌না-হা- মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নির রাজ্বীম্। ১৮। ইল্লা- মানিসতারাক্বাস্

করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাকে সুশোভিত করেছি। (১৭) আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি, (১৮) আর কেউ চুরি করে

السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ⑱ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ

সাম'আ ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুম্ মুবীন্। ১৯। ওয়াল্ আর্‌দ্বা মাদাদ্‌না-হা- ওয়া আল্‌ক্বাইনা- ফীহা- রাওয়া-সিয়া

ফেরেশতাদের কথা জানতে চাইলে জ্বলন্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১৯) পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি।

وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ⑲ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ

ওয়া আমবাত্‌না- ফীহা- মিন্ কুল্লি শাইয়িম্ মাওযূন্। ২০। ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাকুম্ ফীহা- মা'আ-ইশা ওয়ামাল্ লাস্‌তুম্

আর আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর তোমরা যাদেরকে

لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ⑳ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ

লাহূ বিরা-যিক্বীন। ২১। ওয়া ইম্ মিন্ শাইয়িন্ ইল্লা- 'ইনদানা- খাযা—ইনুহূ, ওয়ামা- নুনায্‌যিলুহূ~ইল্লা- বিক্বাদারিম্

রুযীর ব্যবস্থা না কর তাদের জন্যও। (২১) আর প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণ ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে। আমি তা প্রয়োজন অনুযায়ীই সরবরাহ

مَّعْلُوْمٍ ㉑ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ع

মা'লূম। ২২। ওয়া আর্‌সাল্‌নার্ রিয়া-হা লাওয়া-ক্বিহা ফাআন্‌যাল্‌না- মিনাস্ সামা—ই মা—আন ফাআসক্বাইনা-কুমূহু

করে থাকি। (২২) আমি মেঘমালায় পূর্ণ বায়ু প্রেরণ করে থাকি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর তা তোমাদেরকে পান করতে দিই।

وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ㉒ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ

ওয়ামা~আন্‌তুম্ লাহূ বিখা-যিনীন। ২৩। ওয়া ইন্না- লানাহ্‌নু নুহ্‌য়ী ওয়া নুমীতু ওয়া নাহ্‌নুল্ ওয়া-রিছূন্।

আর তোমরা পানি সংরক্ষণ করতে পারতে না। (২৩) আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই সবশেষে বহাল থাকব।

○ **টীকা (আঃ ১৮) ঃ** ইবনে কুতাইবা (রহ) বলেন, 'রাসুল (স)-এর আগমণের পূর্বে জীন ও শয়তানরা চুরি করে ফেরেশতাদের কিছু কিছু সংবাদ শুনে ফেলত।' ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ফেরেশতাদের কথা চুরি করার জন্য শয়তানরা একজনের উপর আরেকজন চড়ে চড়ে দুনিয়ার আকাশ সীমায় পৌছে যায়। তখন উল্কা পিন্ড দ্বারা তাদেরকে ধাওয়া করা হয়। (আবুস্‌সাউদ)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ** ومن لستم – এর দ্বারা চাকর, গোলাম, জানোয়ারকে বুঝানো হয়েছে। তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা যদিও বাহ্যিকভাবে তোমরা কর। মূলতঃ তাদের 'রিযিক দাতা' আল্লাহ, তোমরা নও। (কুঃ কারীম)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

২৪। ওয়া লাক্বাদ্ 'আলিম্‌নাল মুস্‌তাক্বদিমীনা মিন্‌কুম্ ওয়ালাক্বাদ 'আলিম্‌নাল্ মুস্‌তা'খিরীন্। ২৫। ওয়া ইন্না রাব্বাকা

(২৪) তোমাদের মধ্য থেকে ইতিপূর্বে যারা চলে গেছে আমি তাদেরকেও জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (২৫) তোমাদের প্রতিপালকই

هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ

হুওয়া ইয়াহ্‌শুরুহুম্ ; ইন্নাহূ হাকীমুন্ 'আলীম্। ২৬। ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্ ছ্বাল্‌ছ্বা-লিম্

তাদেরকে একত্রিত করবেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২৬) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি

مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ

মিন্ হ্বামাইম্ মাসনূন্। ২৭। ওয়াল্‌জ্বা—ন্না খালাক্বানা-হু মিন্ ক্বাব্‌লু মিন্ না-রিস্ সামূম্। ২৮। ওয়া ইয্ ক্বা-লা

ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে। (২৭) এবং এর পূর্বে আমি উত্তপ্ত অগ্নি থেকে জ্বিন সৃষ্টি করেছি। (২৮) স্মরণীয় সে সময়, যখন

رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ

রাব্বুকা লিল্‌মালা—ইকাতি ইন্নী খা-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ছ্বাল্‌ছ্বা-লিম্ মিন্ হ্বামাইম্ মাস্‌নূন্। ২৯। ফাইযা- সাওয়্যাইতুহূ

আপনার প্রভু ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চয় মানব জাতি সৃষ্টি করেছি, ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে। (২৯) যখন আমি তাকে

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

ওয়ানাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন্। ৩০। ফাসাজ্বাদাল্ মালা—ইকাতু কুল্লুহুম্

পূর্ণ সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ্ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে,'। (৩০) তখন ফেরেশ্‌তারা সকলেই

أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ

আজ্‌মা'উন্। ৩১। ইল্লা~ইব্‌লীসা ; আবা~আই ইয়াকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩২। ক্বা-লা ইয়া~ইবলীসু

সিজদা করল; (৩১) কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইব্‌লীস !

مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ

মা-লাকা আল্লা- তাকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩৩। ক্বা-লা লাম্ আকুল লিআস্‌জুদা লিবাশারিন খালাক্বতাহূ

তোমার কি হল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না ?' (৩৩) সে বলল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক কাদা মাটি থেকে যে মানুষ

مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ

মিন্ ছ্বালছ্বা-লিম্ মিন হ্বামাইম্ মাসনূন। ৩৪। ক্বা-লা ফাখ্‌রুজ্ব মিন্‌হা- ফাইন্নাকা রাজ্বীম্। ৩৫। ওয়াইন্না

সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করার পাত্র নই।' (৩৪) আল্লাহ বললেন, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অভিশপ্ত।' (৩৫) 'এবং

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ من صلصال – মাটির বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মাটির বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। যেমন– শুকনা মাটিকে تراب নরম কাদা মাটিকে طين দুর্গন্ধময় খামীর করা নরম কাদা মাটিকে حما مسنون এবং এই মাটি শুকনা হয়ে যখন ঠন ঠন শব্দ করে তখন তাকে صلصال এবং যখন তা আগুনে পোড়ানো হয়, তখন তাকে فخار (পোড়া মাটি) বলা হয়। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ سجدين – সিজদার নির্দেশ ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নয়। তবে এখন শরীয়তে মুহাম্মাদীর (স) বিধান হল সম্মান প্রদর্শনের জন্যও সিজদা করা নাজায়েয।

عليك اللعنة الى يوم الدين (٣٥) قال رب فانظرني الى يوم يبعثون

'আলাইকাল্ লা'নাতা ইলা- ইয়াওমিদ্‌দীন। ৩৬। ক্বা-লা রাব্বী ফাআনজিরনী~ইলা- ইয়াওমি ইউব'আছূন।
কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি অভিশাপ রইল।' (৩৬) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে আপনি অবকাশ দিন।'

(٣٦) قال فانك من المنظرين (٣٧) الى يوم الوقت المعلوم (٣٨) قال رب بما

৩৭। ক্বা-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জারীন্। ৩৮। ইলা- ইয়াওমিল্ ওয়াক্বতিল্ মা'লূম্। ৩৯। ক্বা-লা রাব্বি বিমা~
(৩৭) আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো-(৩৮) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।' (৩৯) সে বলল, হে আমার প্রভু ! আপনি আমাকে যেহেতু

اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين (٣٩) الا عبادك

আগ্‌ওয়াইতানী লাউযাইয়্যিনান্না লাহুম্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা উগ্‌ইয়ান্নাহুম আজ্‌মা'ঈন্। ৪০। ইল্লা-ইবা-দাকা
বিপথগামী করেছেন, তাই আমি পৃথিবীতে মানুষের জন্য পাপকর্মকে শোভন করে দেখাব এবং তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব।' (৪০) 'তবে

منهم المخلصين (٤٠) قال هذا صراط علي مستقيم (٤١) ان عبادي ليس

মিন্‌হুমুল মুখলাছীন্। ৪১। ক্বা-লা হা-যা ছিরা-তুন 'আলাইয়্যা মুস্‌তাক্বীম। ৪২। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা
আপনার নির্বাচিত বান্দাদের কথা ভিন্ন।' (৪১) আল্লাহ্ বললেন, 'এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ।' (৪২) পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার

لك عليهم سلطن الا من اتبعك من الغوين (٤٢) وان جهنم لموعدهم

লাকা 'আলাইহিম্ সুলত্বা-নুন ইল্লা- মানিত্তাবা'আকা মিনাল্ গা-ওয়ীন্। ৪৩। ওয়া ইন্না জ্বাহান্নামা লামাও'ইদুহুম
অনুসরণ করবে- তারা ছাড়া আমার অন্য বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। (৪৩) আর নিশ্চয় তোমার সকল অনুসারীদের প্রতিশ্রুত

রুকূ ৩ ১৭ ৩

اجمعين (٤٣) لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم (٤٤) ان المتقين

আজ্‌মা'ঈন। ৪৪। লাহা- সাব্'আতু আব্‌ওয়া- বিন্; লিকুল্লি বা-বিম্ মিন্‌হুম জুয্‌উম্ মাক্বসূম্। ৪৫। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা
স্থান হবে জাহান্নাম।' (৪৪) 'এর সাতটি দরজা রয়েছে। আর প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল থাকবে। (৪৫) নিশ্চয় মুত্তাকীরা

في جنت وعيون (٤٥) ادخلوها بسلم امنين (٤٦) ونزعنا ما في صدورهم

ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন্। ৪৬। উদ্‌খুলূহা- বিসালা-মিন্ আ-মিনীন্। ৪৭। ওয়া নাযা'না- মা- ফী ছুদূরিহিম্
থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে। (৪৬) 'তাদেরকে বলা হবে, তোমরা প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর।' (৪৭) আমি তাদের অন্তর

من غل اخوانا على سرر متقبلين (٤٧) لا يمسهم فيها نصب وما هم

মিন্ গিল্লিন্ ইখ্‌ওয়া-নান্ 'আলা- সুরুরিম্ মুতাক্বা-বিলীন্। ৪৮। লা-ইয়ামাস্‌সুহুম্ ফীহা- নাছাবুঁও ওয়ামা-হুম্
থেকে ঈর্ষা দূর করে দেব, তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে, (৪৮) সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান

منها بمخرجين (٤٨) نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم (٤٩) وان عذابي

মিন্‌হা- বিমুখ্‌রাজ্বীন্। ৪৯। নাব্বি' 'ইবা-দী~আন্নী~আনাল্ গাফূরুর্ রাহীম্। ৫০। ওয়া আন্না 'আযা-বী
থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (৪৯) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, আমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (৫০) আর আমার আযাব- সে তো অত্যন্ত

هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

হুওয়াল্ 'আযা-বুল আলীম্। ৫১। ওয়া নাব্বি'হুম্ 'আন্ দ্বাইফি ইব্রা-হীম্। ৫২। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ
যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫১) আর তাদেরকে বলুন, ইব্রাহীমের (আ) অতিথিদের কথা, (৫২) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল,

سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ

সালা-মান্ ; ক্বা-লা ইন্না- মিন্‌কুম্ ওয়াজ্বিলূন্। ৫৩। ক্বা-লূ লা-তাওজ্বাল্ ইন্না- নুবাশ্‌শিরুকা বিগুলা-মিন্ 'আলীম। ৫৪। ক্বা-লা ৭ ওয়াক্ফে লাযেম
'সালাম'। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত।' (৫৩) তারা বলল 'ভয় করবেন না', আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' (৫৪) তিনি

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ

আবাশ্‌শারতুমূনী 'আলা ~আম্ মাস্‌সানিয়াল্ কিবারু ফাবিমা তুবাশ্‌শিরূন। ৫৫। ক্বা-লূ বাশ্‌শারনা-কা বিল্‌হাক্বক্বি
বললেন, 'তোমরা কি আমাকে আমার বার্ধক্য অবস্থায় এ শুভ সংবাদ দিচ্ছ? এ কোন্ বিষয়ের শুভ সংবাদ দিচ্ছ?' (৫৫) তারা বলল, 'আমরা আপনাকে

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

ফালা- তাকুম্ মিনাল্ ক্বা-নিত্বীন্। ৫৬। ক্বা-লা ওয়া মাইঁ ইয়াক্বনাত্বু মির্ রাহ্‌মাতি রাব্বিহী~ইল্লাদ্ দ্বা—ল্লূন্।
সত্যসহ সুসংবাদ দিচ্ছি, তাই আপনি হতাশ হবেন না।' (৫৬) তিনি বললেন, পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?'

﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۝

৫৭। ক্বা-লা ফামা- খাত্বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুরসালূন্। ৫৮। ক্বা-লূ~ইন্না~উর্‌সিল্‌না- ইলা- ক্বাওমিম্ মুজ্‌রিমীন্।
(৫৭) তিনি বললেন, 'হে ফেরেশ্‌তারা ! তোমাদের (আগমনের) উদ্দেশ্য কি ?' (৫৮) তারা বলল, 'আমরা অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি'। ৪ ع ৬ ৪ রুকূ

﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝

৫৯। ইল্লা~আ-লা লূত্বিন্ ; ইন্না- লামুনাজ্জূহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৬০। ইল্লাম্ রাআতাহূ ক্বাদ্দারনা~ইন্নাহা- লামিনাল্ গা-বিরীন্।
(৫৯) 'তবে লূতের পরিবারের কথা ভিন্ন, আমরা তাদের সকলকে রক্ষা করব।' (৬০) তবে লূতের স্ত্রী নয়, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি- সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত হবে।'

﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ

৬১। ফালাম্মা- জ্বা—আ আ-লা লূত্বি নিল্ মুরসালূন। ৬২। ক্বা-লা ইন্নাকুম্ ক্বাওমুম্ মুন্‌কারূন। ৬৩। ক্বা-লূ বাল্
(৬১) ফেরেশ্‌তারা যখন লূতের পরিবারের নিকট এল, (৬২) তখন লূত বললেন, 'তোমরা তো নিশ্চয় একটি অপরিচিত দল।' (৬৩) তারা বলল, 'না,

جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ

জ্বি'না-কা বিমা- কা-নূ ফীহি ইয়াম্‌তারূন্। ৬৪। ওয়া আতাইনা-কা বিল্‌হাক্বক্বি ওয়া ইন্না- লাছ্বা-দিকূন্। ৬৫। ফাআস্‌রি
তারা যে বিষয় সন্দিহান আমরা সে বিষয় নিয়ে এসেছি,' (৬৪) 'আমরা আপনার নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী'; (৬৫) 'সুতরাং আপনি

○ টীকা (আঃ ৫৫) ঃ এটা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। কাজেই আশ্চর্য বোধ করছি। আল্লাহর অসাধ্য বলে মনে করছি না। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ অর্থাৎ, আমরা আপনাকে বাস্তব সত্যের সংবাদই দিচ্ছি। আপনি বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য করবেন না। এতে নৈরাশ্যের উৎপত্তি হতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৮) ঃ যেহেতু ইবরাহীম (আ) নবীসুলভ জ্ঞান দ্বারা জানতে পেরেছেন যে, এরা এই সুসংবাদ ছাড়া আরো কোন গুরুতর কাজের উদ্দেশ্যেও এসেছে, কাজেই তিনি এই প্রশ্ন করলেন। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ فيه يمترون – অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি, যে ব্যাপারে লূতের (আ) সম্প্রদায়গণ সন্দেহ করেছিল।

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا

বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব্‌'ইম্‌ মিনাল্‌ লাইলি ওয়াত্তাবি' আদ্‌বা-রা হুম্‌ ওয়ালা- ইয়াল্‌তাফিত্‌ মিন্‌কুম্‌ আহ্বাদুওঁ ওয়ামদ্বূ
রাতের কোন এক সময়ে পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড়ুন। আর চলার সময় আপনি সকলের পেছনে থাকবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়।

حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ

হাইছু তু'মারূন্‌। ৬৬। ওয়াক্বাদ্বাইনা~ইলাইহি যা-লিকাল আম্‌রা আন্না দা-বিরা হা~উলা—ই মাক্বত্বূ'উম্‌
আপনারা নির্দেশিত স্থানে চলে যান।' (৬৬) আমি লূতকে এ নির্দেশ প্রেরণ করি যে, সকাল বেলাই তাদের শিকড় উপড়ে

مُّصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي

মুছ্‌বিহীন্‌। ৬৭। ওয়া জ্বা—আ আহ্‌লুল্‌ মাদীনাতি ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন্‌। ৬৮। ক্বা-লা ইন্না হা~উলা—ই দ্বাইফী
ফেলা হবে। (৬৭) আর নগরবাসীরা উল্লাস করতে করতে উপস্থিত হল। (৬৮) লূত (আ) বললেন, 'তারা আমার অতিথি,তোমরা আমাকে অসম্মান

فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٩﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٧٠﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

ফালা- তাফ্‌দ্বাহূন ৬৯। ওয়াত্তাকুল্লা-হা ওয়ালা- তুখ্‌যূন্‌। ৭০ ক্বা-লূ~আওয়ালাম্‌ নান্‌হাকা 'আনিল্‌ 'আ-লামীন।
করো না,' (৬৯) 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না।' (৭০) তারা বলল, আমরা বিশ্ববাসীর সাহায্য নিতে আপনাকে বারণ করিনি?'

﴿٧١﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧٢﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

৭১। ক্বা-লা হা~উলা—ই বানা-তী~ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ফা-'ইলীন্‌। ৭২। লা'আম্‌রুকা ইন্নাহুম্‌ লাফী সাক্‌রাতিহিম্‌ ইয়া'মাহূন্‌।
(৭১) লূত বললেন, 'এই যে আমার কন্যারা রয়েছে, তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তবে কর।'(৭২) আপনার প্রাণের কসম! তারা নিজেদের উম্মাদনায় বেহুশ ছিল।

﴿٧٣﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٤﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

৭৩। ফাআখাযাত্‌হুমুছ্‌ ছাইহাতু মুশ্‌রিক্বীন্‌। ৭৪। ফাজ্বা'আল্‌না- 'আ-লিইয়াহা- সা-ফিলাহা- ওয়া আম্‌ত্বার্‌না- 'আলাইহিম্‌
(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে এক ভয়ংকর আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। (৭৪) এরপর আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর

১ ওয়াক্বফে লাযেম

حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ

হিজ্বা-রাতাম্‌ মিন সিজ্বীল। ৭৫। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্‌ লিল্‌ মুতাওয়াস্‌সিমীন্‌। ৭৬। ওয়া ইন্নাহা- লাবিসাবীলিম্‌
কংকর-প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭৬) আর ধ্বংস প্রাপ্ত জনপদটি একটি আবাদ সড়কের

مُّقِيمٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

মুক্বীম্‌। ৭৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তাল্‌ লিল্‌মু'মিনীন্‌। ৭৮। ওয়া ইন্‌ কা-না আছ্‌হা-বুল্‌ আইকাতি লাজা-লিমীন্‌।
উপর অবস্থিত। (৭৭) অবশ্যই এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (৭৮) আর বনের অধিবাসীরাও ছিল জালিম।

রুকু ৫ ع ৫

﴿٧٩﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٨٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ

৭৯। ফান্‌তাক্বাম্‌না- মিন্‌হুম। ওয়া ইন্নাহুমা- লাবিইমা-মিম্‌ মুবীন্‌। ৮০। ওয়া লাক্বাদ্‌ কায্‌যাবা আছ্‌হা-বুল হিজ্বরিল্‌
(৭৯) তাই আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়েছি। এই জনপদ দুটি প্রকাশ্য রাস্তায় অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরবাসিরাও রাসূলদেরকে মিথ্যা

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ

মুরসালীন্। ৮১। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ আ-য়া-তিনা- ফাকা-নূ 'আন্‌হা- মু'রিদ্বীন্। ৮২। ওয়া কা-নূ ইয়ান্‌হিতূনা

প্রতিপন্ন করেছিল। (৮১) আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তা উপেক্ষা করেছিল। (৮২) তারা নিশ্চিন্ত মনে

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَمَآ اَغْنٰى

মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূতান্ আ-মিনীন্। ৮৩। ফাআখাযাত্‌হুমুছ্ ছ্বাইহ্বাতু মুছ্বিহ্বীন। ৮৪। ফামা~আগ্‌না-

পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। (৮৩) অতঃপর এক সকালে বিকট এক আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল; (৮৪) সুতরাং তারা যা

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا

'আনহুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৫। ওয়ামা- খালাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা-

করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৫) আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।

بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ

বিল্‌হাক্বক্বি ; ওয়া ইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুন্ ফাছ্‌ফাহিছ্ ছ্বাফ্‌হাল্ জ্বামীল্। ৮৬। ইন্না রাব্বাকা হুওয়াল্

আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে। তাই আপনি অত্যন্ত অনীহা ভরে তাদেরকে উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক

الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

খাল্লা-কুল্ 'আলীম্। ৮৭। ওয়ালাক্বাদ আ-তাইনা-কা সাব্'আম্ মিনাল্ মাছা-নী ওয়াল্ কুরআ-নাল্ 'আজীম্।

মহানস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আমি আপনাকে সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বার বার পাঠ করা হয়। আর দিয়েছি মহা কুরআন।

﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ

৮৮। লা তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা- মা- মাত্তা'না- বিহী~আয্‌ওয়া-জ্বাম্ মিনহুম্ ওয়ালা- তাহ্‌যান,

(৮৮) আমি কাফেরদের বিভিন্ন প্রকারের লোককে ভোগবিলাসের জন্য যে সব উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি চোখ তুলে তাকাবেন না।

عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

'আলাইহিম্ ওয়াখ্‌ফিদ্ জ্বানা-হাকা লিল্‌মু'মিনীন্। ৮৯। ওয়াকুল্ ইন্নী~আনান্ নাযীরুল্ মুবীন্।

আর তাদের জন্য চিন্তিত হবেন না। মুমিনদের প্রতি স্বীয় বাহু নত রাখুন। (৮৯) বলুন, 'আমি এক প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।'

﴿٩٠﴾ كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ

৯০। কামা~আন্‌যাল্‌না- 'আলাল্ মুক্বতাসিমীন্। ৯১। আল্লাযীনা জ্বা'আলুল্ কুরআ-না 'ইযীন্। ৯২। ফাওয়ারাব্বিকা

(৯০) যেমন আমি তাদের প্রতি কুরআন নাযিল করেছি- যারা বিভক্তকারী ছিল। (৯১) যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছিল; (৯২) সুতরাং শপথ আপনার রবের!

○ শানে নুযূল (আঃ ৮৮) ঃ একবার ইহুদী গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরাইযার সাতটি কাফেলা বিরাট শস্যাদি ও স্বর্ণ-রূপাসহ বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য নিয়ে মক্কায় আসে। মুসলমানরা তা দেখে মনে মনে ভাবে– হায়, এগুলো যদি আমাদের হতো, তবে আমরা আল্লাহর পথে দান করতাম। তখন তাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (আবূস্‌সাউদ) ○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ এতে সন্দেহ নেই যে, "কুফর" জিনিসটা নিজ স্থলেই অতি কঠিনতর মসীবত। কিন্তু কাফেরগণ এটাকে মসীবতই মনে করে না এবং এটা হতে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না। এদেরকে বুঝাতে গেলে বুঝ নেয়া তো দূরের কথা, উল্টা খারাপই মনে করে থাকে। কাজেই এদের অবস্থার প্রতি দুঃখ করা অদ্রূপই, অন্ধের সম্মুখে ক্রন্দন যদ্রূপ।

لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

লানাস্আলান্নাহুম্ আজ্মা'ঈন। ৯৩। 'আম্মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৪। ফাছ্দা' বিমা- তু'মারু
আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব, (৯৩) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে; (৯৪) সুতরাং আপনাকে যে আদেশ করা হয়, তা

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٦﴾ الَّذِيْنَ

ওয়া আ'রিদ্ব 'আনিল মুশ্রিকীন্। ৯৫। ইন্না- কাফাইনা-কাল্ মুস্তাহ্যিঈন্। ৯৬। আল্লাযীনা
আপনি প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন। (৯৫) আমিই আপনার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট, (৯৬) যারা

يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

ইয়াজ্'আলূনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খারা, ফাসাওফা ইয়া'লামূন। ৯৭। ওয়া লাক্বাদ্ না'লামু
আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যদের সাব্যস্ত করেছে। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭) আমি অবশ্যই জানি, তারা যা

اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٨﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ

আন্নাকা ইয়াদ্বীকু ছ্বাদ্রুকা বিমা- ইয়াকূলূন্। ৯৮। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়া
বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে; (৯৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা দ্বারা তাঁর মহিমা বর্ণনা করুন

كُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿ع﴾

কুম মিনাস্ সা-জিদীন্। ৯৯। ওয়া'বুদ্ রাব্বাকা হাত্তা- ইয়া'তিইয়াকাল্ ইয়াক্বীন।
এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান. (৯৯) আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন।

সূরা আন্ নাহল মক্কী	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১২৮ রুকূ ঃ ১৬

١ اَتٰۤى اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ١ يُنَزِّلُ

১। আতা~আম্‌রুল্লা-হি ফালা- তাস্‌তা'জিলূহু ; সুব্‌হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন্‌। ২। ইউনায্‌যিলুল্‌

(১) আল্লাহ্‌র হুকুম এসে গেছে, তাই আপনি এতে তাড়াহুড়া করবেন না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শিরিক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (২) তিনি

الۡمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوۡحِ مِنۡ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرُوۡۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ

মালা—ইকাতা বির্‌রূহি মিন্‌ আমরিহী 'আলা- মাই ইয়াশা—উ মিন্‌ 'ইবা-দিহী~আন্‌ আন্‌যিরূ~আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা~

তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহীসহ ফেরেশতাদেরকে এমর্মে প্রেরণ করেন যে, সতর্ক করে দিন 'আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই,

اَنَا فَاتَّقُوۡنِ ٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ٣ خَلَقَ

আনা ফাত্তাকূন্‌। ৩। খালাক্বাস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌দ্বা বিল্‌হাক্কি ; তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন্‌। ৪। খালাক্বাল্‌

তাই তোমরা আমাকে ভয় কর'। (৩) তিনি যথানিয়মে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা যা শিরিক করে, তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (৪) তিনি শুক্র থেকে

الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيۡمٌ مُّبِيۡنٌ ٤ وَالۡاَنۡعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمۡ فِيۡهَا

ইন্‌সা-না মিন্‌ নুত্বফাতিন্‌ ফাইযা- হুওয়া খাছীমুম্‌ মুবীন্‌। ৫। ওয়াল্‌ আন'আ-মা খালাক্বাহা-, লাকুম্‌ ফীহা-

মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে। (৫) তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীতবস্ত্র ও অনেক উপকার রয়েছে

دِفۡءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ٥ وَلَكُمۡ فِيۡهَا جَمَالٌ حِيۡنَ تُرِيۡحُوۡنَ وَحِيۡنَ

দিফ্‌উওঁ ওয়া মানা-ফি'উ ওয়া মিনহা- তা'কুলূন্‌। ৬। ওয়া লাকুম্‌ ফীহা- জ্বামা-লুন্‌ হ্বীনা তুরীহূনা ওয়া হ্বীনা

এবং তা থেকে তোমরা কিছু আহারও করে থাক। (৬) তোমাদের জন্য তাতে সম্মানের বিষয় রয়েছে যখন তোমরা সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আস এবং সকালে

تَسۡرَحُوۡنَ ٦ وَتَحۡمِلُ اَثۡقَالَكُمۡ اِلٰى بَلَدٍ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا بٰلِغِيۡهِ اِلَّا بِشِقِّ

তাস্‌রাহূন্‌। ৭। ওয়া তাহ্‌মিলু আছক্বা-লাকুম্‌ ইলা- বালাদিল্‌ লাম্‌ তাকূনূ বা-লিগীহি ইল্লা- বিশিক্কিল

সেখানে নিয়ে যাও। (৭) তারা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমনদেশে—যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট না সয়ে তোমরা পৌঁছতে

الۡاَنۡفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ٧ وَّالۡخَيۡلَ وَالۡبِغَالَ وَالۡحَمِيۡرَ

আন্‌ফুসি ; ইন্না রাব্বাকুম্‌ লারাউফুর্‌ রাহীম্‌। ৮। ওয়াল্‌ খাইলা ওয়াল্‌ বিগা-লা ওয়াল্‌ হ্বামীরা

পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু বড় স্নেহময় ও পরম দয়ালু। (৮) আর তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা— তোমাদের আরোহণ ও

لِتَرۡكَبُوۡهَا وَزِيۡنَةً ؕ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ٨ وَعَلَى اللّٰهِ قَصۡدُ السَّبِيۡلِ وَمِنۡهَا

লিতার্‌কাবূহা- ওয়াযীনাতান্‌ ; ওয়া ইয়াখ্‌লুক্বু মা-লা- তা'লামূন্‌। ৯। ওয়া 'আলাল্লা-হি ক্বাছ্‌দুস্‌ সাবীলি ওয়া মিন্‌হা-

শোভাবর্ধনের জন্য। আর তিনি এমন বিষয়ও সৃষ্টি করেছেন যা তোমাদের অজানা। (৯) সরল পথ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু বক্র

جَآئِرٌ ؕ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدٰىكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ٩ هُوَ الَّذِيۡۤ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ع ١ ٩ ৭ রুকূ

জ্বা—ইরুন্‌, ওয়া লাও শা—আ লাহাদা-কুম্‌ আজ্‌মা'ঈন্‌। ১০। হুওয়াল্লাযী~আন্‌যালা মিনাস্‌ সামা—ই মা—আল্‌

পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সুপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য

لَّكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡمُوۡنَ ١٠ يُنۡۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ

লাকুম্‌ মিন্‌হু শারা-বুওঁ ওয়া মিন্‌হু শাজ্বারুন্‌ ফীহি তুসীমূন্‌। ১১। ইউম্‌বিতু লাকুম্‌ বিহিয্‌ যার্‌'আ

পানি বর্ষণ করেন, এ থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যাতে তোমরা পশু বিচরণ করাও। (১১) তিনি তোমাদের জন্য

وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ

ওয়ায্‌যাইতূনা ওয়ান্‌নাখীলা ওয়াল্‌ আ'না-বা ওয়া মিন্‌ কুল্লিছ্‌ ছামারা-তি ; ইন্না ফী যা-লিকা

পানি দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ

লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়াতাফাক্কারূন্। ১২। ওয়া সাখ্খারা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ওয়াশ্শাম্সা ওয়াল ক্বামারা ;
রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (১২) তিনিই তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে

وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٣﴾ وَمَا

ওয়ান্নুজূমু মুসাখ্খারা-তুম্ বিআমরিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়া'ক্বিলূন্। ১৩। ওয়ামা-
এবং নক্ষত্ররাজিও নিয়োজিত রয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয় এতে বোধ শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (১৩) তিনি

ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ؕ

যারাআ লাকুম্ ফিল্ আর্দ্বি মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া-নুহূ ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়াতাল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়ায্যাক্কারূন্।
তোমাদের জন্য বিভিন্ন বর্ণের বস্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতেও নিদর্শন রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

﴿١٤﴾ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ

১৪। ওয়াহুওয়াল্ লাযী সাখ্খারাল বাহ্রা লিতা'কুলূ মিন্হু লাহ্মান্ ত্বারিয়্যাওঁ ওয়া তাস্তাখ্রিজূ মিন্হু
(১৪) তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন– যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ ভক্ষণ করতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকার-

حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ

হিল্ইয়াতান্ তাল্বাসূনাহা-, ওয়া তারাল্ ফুল্কা মাওয়া-খিরা ফীহি ওয়া লিতাবতাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্
যা তোমরা পরিধান করে থাক। আর তাতে তুমি পানি কেটে জলযান চলা-চল করতে দেখবে– যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞ

تَشْكُرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

তাশ্কুরূন্। ১৫। ওয়া আল্ক্বা- ফিল্ আর্দ্বি রাওয়া-সিয়া আন্ তামীদা বিকুম ওয়া আন্হা-রাওঁ ওয়া সুবুলাল লা'আল্লাকুম্
হতে পার। (১৫) তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে এ যমীন তোমাদেরকে নিয়ে পড়ে না যায় এবং নদ-নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে

تَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ

তাহ্তাদূন্। ১৬। ওয়া 'আলা-মা-তিন্ ; ওয়াবিন্নাজ্মি হুম্ ইয়াহ্তাদূন্। ১৭। আফামাইঁ ইয়াখ্লুকু কামাল্ লা- ইয়াখ্লুকু ;
পৌঁছতে পার। (১৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ এবং তারকা দ্বারাও তারা পথ নির্দেশ পায়; (১৭) সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত- যে সৃষ্টি

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আফালা- তাযাক্কারূন্। ১৮। ওয়া ইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা- তুহ্ছূহা- ইন্নাল্লা-হা লাগাফূরুর্ রাহীম।
করে না? তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (১৮) তোমরা যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর তবে তা শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا

১৯। ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুসির্রূনা ওয়ামা-তু'লিনূন্। ২০। ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি লা-
(১৯) আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর। (২০) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই

يخلقون شيئا وهم يخلقون ﴿٢١﴾ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان

ইয়াখ্লুকূনা শাইআওঁ ওয়া হুম্ ইউখলাকূন। ২১। আমওয়া-তুন্ গাইরু আহ্ইয়া—ইন্, ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূনা, আইয়্যা-না

সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১) তারা মৃত- নির্জীব এবং তাদের পুনরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন

يبعثون ﴿٢٢﴾ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ع ২ ১২ ৮ রুকূ

ইউব্'আছূন্। ২২। ইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হ্দুিন, ফাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি কুলূবুহুম্

চেতনা নেই। (২২) তোমাদের মা'বূদ মাত্র এক ইলাহ। তাই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না- তাদের অন্তর সত্যবিমুখ

منكرة وهم مستكبرون ﴿٢٣﴾ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

মুন্কিরাতুওঁ ওয়াহুম্ মুস্তাক্বিরূন্। ২৩। লা-জ্বারামা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইউসিররূনা ওয়ামা- ইউ'লিনূনা;

এবং তারা অহংকার করে। (২৩) সন্দেহ নেই, আল্লাহ জানেন- যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

إنه لا يحب المستكبرين ﴿٢٤﴾ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير

ইন্নাহূ লা- ইউহ্বিবুল্ মুস্তাক্বিরীন্। ২৪। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম্ মা- যা~আন্যালা রাব্বুকুম্, ক্বা-লূ~আসা-ত্বীরুল্

নিশ্চয় তিনি অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন?' তখন তারা বলে,

الأولين ﴿٢٥﴾ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

আওয়্যালীন্। ২৫। লিইয়াহ্মিলূ~আওযা-রাহুম্ কা-মিলাতাওঁ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি, ওয়া মিন্ আওযা-রিল্লাযীনা

'সেকালের উপকথা।' (২৫) এ কারণে কেয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পূর্ণ পাপভার এবং তাদের পাপভারও, যাদেরকে তারা তাদের

يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴿٢٦﴾ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله ع ৩ ৪ ৯ রুকূ

ইউদ্বিল্লূনাহুম্ বিগাইরি 'ইল্মিন্; আলা- সা—আ মা ইয়াযিরূন্। ২৬। ক্বাদ্ মাকারাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্ ফাআতাল্লা-হু

মূর্খতার কারণে পথভ্রষ্ট করেছে। জেনে রাখ, তারা যা বহন করবে তা কতইনা নিকৃষ্ট। (২৬) তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ তাদের

بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من

বুন্ইয়া-নাহুম্ মিনাল্ ক্বাওয়া-'ইদি ফাখার্রা 'আলাইহিমুস্ সাক্বফু মিন্ ফাওক্বিহিম্ ওয়া আতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্

প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেন, ফলে সেই প্রাসাদের ছাদ তাদের উপর ধসে পড়ল এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসল-

حيث لا يشعرون ﴿٢٧﴾ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاءي الذين

হাইছু লা-ইয়াশ্'উরূন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইউখ্যীহিম্ ওয়া ইয়াক্বূলু আইনা শুরাকা—ইয়াল্লাযীনা

যা ছিল তাদের ধারণাতীত। (২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত

كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على

কুন্তুম্ তুশা—ক্বূনা ফীহিম্; ক্বা-লাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা ইন্নাল্ খিয্ইয়াল্ ইয়াওমা ওয়াস্ সূ—আ 'আলাল্

অংশীদাররা- যাদের ব্যাপারে তোমরা বিতন্ডা করতে?' তখন জ্ঞান প্রাপ্তরা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল

الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٨ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا

কা-ফিরীন্। ২৮। আল্লাযীনা তাতাওয়াফ্ফা-হুমুল্ মালা—ইকাতু জা-লিমী ~আন্ফুসিহিম্, ফাআল্কাউস্ সালামা মা- কুন্না-
কাফেরদের জন্যই। (২৮) ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে তাদের কুফরী অবস্থায়,' তারা তখন আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোন গর্হিত

نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۭ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٢٩ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ

না'মালু মিন্ সূ—ইন্ ; বালা~ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা- কুন্তুম্ তা'মালূন্। ২৯। ফাদ্খুলূ ~আব্ওয়া-বা
কাজ করতাম না।' হাঁ- তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাই সবিশেষ অবহিত। (২৯) তাই তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর,

جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٣٠ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ

জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-; ফালাবি'সা মাছ্ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন্। ৩০। ওয়া ক্বীলা লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও মা-যা ~
এতেই অনন্তকাল থাকবে। সুতরাং অহংকারকারীদের বাসস্থান কতইনা নিকৃষ্ট। (৩০) আর মুত্তাকীদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের

اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَلَدَارُ

আন্যালা রাব্বুকুম্ ; ক্বা-লূ খাইরান্ ; লিল্লাযীনা আহ্সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুনইয়া- হাসানাতুন্ ; ওয়া লাদা-রুল্
প্রতিপালক কি নাযিল করেছিলেন ?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতেও মঙ্গল রয়েছে এবং আখেরাতেও

الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣١ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ

আ-খিরাতি খাইরুন ; ওয়ালানি'মা দা-রুল্ মুত্তাক্বীন্। ৩১। জ্বান্না-তু 'আদ্নিই ইয়াদ্খুলূনাহা- তাজ্বরী মিন্
আরও উৎকৃষ্ট বাসস্থান রয়েছে। আর মুত্তাকীদের বাসস্থান কতইনা উত্তম। (৩১) তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে নদী

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣٢ الَّذِيْنَ

তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু লাহুম্ ফীহা- মা- ইয়াশা—ঊনা ; কাযা-লিকা ইয়াজ্বযিল্লা-হুল্ মুত্তাক্বীন্। ৩২। আল্লাযীনা
প্রবাহিত হয়। তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পরহেজগারদের পুরস্কৃত করবেন। (৩২) ফেরেশতারা

تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ

তাতাওয়াফ্ফা-হুমুল মালা—ইকাতু ত্বাইয়্যিবীনা, ইয়াক্বূলূনা সালা-মুন্ 'আলাইকুমুদ্, খুলুল্ জ্বান্নাতা বিমা- কুনতুম্
তাদের রূহ কব্জা করবে তাদের পূত পবিত্র অবস্থায়। ফেরেশ্তারা বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম ! তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে

تَعْمَلُوْنَ ۝٣٣ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ

তা'মালূন্। ৩৩। হাল্ ইয়ানজুরূনা ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুমুল্ মালা—ইকাতু আও ইয়া'তিয়া আম্রু রাব্বিকা ;
প্রবেশ কর।' (৩৩) তারা শুধু প্রতীক্ষা করছে তাদের নিকট কোন ফেরেশ্তা আসবে অথবা আপনার প্রতিপালকের কোন হুকুম আসবে।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ فادخلوا ابواب جهنم - ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, তাদের মৃত্যুর পরে সাথে সাথেই তাদের রূহ (আত্মা) জাহান্নামে চলে যায় এবং তাদের শরীর কবরে থাকে। সেখানে আল্লাত তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা রূহ (আত্মা) এবং শরীরের সাথে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তাদের উপর অগ্নি প্রেরিত হয়। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন তাদের রূহ তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ এখানে কাফেরদের বিপরীতে মুসলমানদের কথা বলা হচ্ছে, তাদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের প্রতি কি নাযিল করা হয়েছিল? তারা অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে বলবে 'আমাদেরকে শুধুই কল্যাণ দেয়া হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ; ওয়ামা- জালামাহুমুল্ লা-হু ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~আন্‌ফুসাহুম্

তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন্ জুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম

يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ع ৪ ১০ রুকু

ইয়াজ্‌লিমূন্। ৩৪। ফাআছ্বা-বাহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-'আমিলূ ওয়া হ্বা-ক্বা বিহিম্ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিঊন্।

করত। (৩৪) তাই তাদের উপরই তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছিল।

﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ

৩৫। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা আশ্‌রাকূ লাও শা—আল্লা-হু মা- 'আবাদ্‌না- মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ নাহ্নু ওয়ালা~

(৩৫) মুশরিকরা বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষরা ও আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করতাম না

اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۗ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

আ-বা—উনা- ওয়ালা- হ্বাররাম্‌না- মিন্ দূনিহী মিন শাইয়িন্ ; কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্,

এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছে।

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ

ফাহাল্ 'আলার্ রুসুলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্। ৩৬। ওয়ালাক্বাদ্ বা'আছ্‌না- ফী কুল্লি উম্মাতির্ রাসূলান্ আনি'

রাসূলগণের কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। (৩৬) প্রত্যেক জাতির কাছেই আমি এমর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ

বুদুল্লা-হা ওয়াজ্‌তানিবুত্ব ত্বা-গূতা, ফামিন্‌হুম্ মান্ হাদাল্লা-হু ওয়া মিন্‌হুম্ মান্ হ্বাক্বক্বাত্

ইবাদত কর এবং শয়তানের পথ বর্জন কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ হেদায়েত করেন এবং কিছু সংখ্যক

عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۗ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

'আলাইহিদ্ব দ্বালা-লাতু ; ফাসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন্।

লোকের জন্য পথ ভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে?

﴿٣٦﴾ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৩৭। ইন্ তাহ্বরিছ্ব 'আলা- হুদা-হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহদী মাইঁ ইউদ্বিল্‌লু ওয়ামা- লাহুম্ মিন্ না-ছ্বিরীন্।

(৩৭) আপনি তাদের পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে হেদায়েত করবেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

○ **টীকা (আঃ ৩৫) ঃ** অর্থাৎ নবীদের সাথে কাফেরদের এমন ব্যবহার ও এধরনের আচরণ সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এবং হেদায়েত ও ভ্রষ্টতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতিও এমনই। মোটকথা, বাক্-বিতন্ডা করা কাফেরদের চিরন্তন নীতি। অনুরূপ নবীদের শিক্ষা প্রদানও চিরন্তন নীতি, সকল মানুষের হেদায়েত গ্রহণ না করাও চিরকালীন নিয়ম। সুতরাং হে নবী! আপনি চিন্তিত হবেন কেন? (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ৩৬) ঃ** কাফেরদের এ উক্তিটি পথভ্রষ্টতাই বটে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি এই উক্তি পথভ্রষ্টতা বলে মনে না কর, তবে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে দেখ, নবীদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের কি পরিণতি হয়েছিল? তখন দেখবে, উক্ত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি কি ধরনের আযাব এসেছিল? আর বুঝতে পারবে, তা নবীদের ভবিষ্যৎ বানী অনুযায়ী এসেছিল। তবুও কি আযাবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?" (বঃ কোঃ)

(৩৮) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ

৩৮। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্, লা-ইয়াব্'আছুল্লা-হু মাই ইয়ামূতু ; বালা- ওয়া'দান্ 'আলাইহি
(৩৮) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, যে মৃত- তাকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন না।' এ সত্য নয়। এই ওয়াদা পূরণ আল্লাহ্

حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (৩৯) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ

হাক্বক্বাওঁ ওয়ালা-কিন্না আকছারান্ না-সি লা- ইয়া'লামূন্। ৩৯। লিইউবাইয়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইয়াখ্তালিফূনা ফীহি
নিজের যিম্মায় অবধারিত করে নিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অকাত নয়। (৩৯) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত তা যাতে তাদের কাছে

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (৪০) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ

ওয়া লিইয়া'লামাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নাহুম্ কা-নূ কা-যিবীন্। ৪০। ইন্নামা- ক্বাওলুনা- লিশাইয়িন্ ইয়া~আরাদ্না-হু
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জানতে পারে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। (৪০) আমি কোন কিছু করতে চাইলে তাকে শুধু

أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (৪১) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

৫ ع ১১ রুকূ

আন্ নাকূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৪১। ওয়াল্লাযীনা হা-জ্বারূ ফিল্ লা-হি মিম্ বা'দি মা- জুলিমূ
এতটুকু বলি, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (৪১) অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় দেশ-ত্যাগ করেছে, আমি তাদেরকে

ওয়াক্বফে লাযেম

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (৪২) الَّذِينَ

লানুবাওয়্যিআন্নাহুম্ ফিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতান ; ওয়ালাআজ্বরুল্ আ-খিরাতি আক্বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৪২। আল্লাযীনা
অবশ্যই দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং আখেরাতে তাদের পুরস্কার হবে আরও বিশাল। যদি তারা তা জানত! (৪২) আল্লাহ্‌র

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (৪৩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي

ছ্বাবারূ ওয়া'আলা- রাব্বিহিম্ ইয়া তাওয়াক্কালূন্। ৪৩। ওয়ামা~আর্সাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা ইল্লা- রিজ্বা-লান্ নূহী~
পথে দেশ-ত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের রবের প্রতি নির্ভরশীল। (৪৩) আপনার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম,

إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (৪৪) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ

ইলাইহিম্ ফাস্আলূ~আহ্লায্ যিক্রি ইন্ কুন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ৪৪। বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়ায্যুবুরি ;
সুতরাং তোমরা যদি না জান, তবে ঐশী জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (৪৪) স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসহ তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম।

◐ অর্ধাংশ

◐ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ওয়া আন্যাল্না~ইলাইকায্ যিক্রা লিতুবাইয়্যিনা লিন্না-সি মা-নুয্যিলা ইলাইহিম্ ওয়া লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাফাক্কারূন্।
আপনার প্রতি এই কুরআন নাযিল করেছি মানুষের প্রতি নাযিলকৃত বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য। যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

(৪৫) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

৪৫। আফাআমিনাল্লাযীনা মাকারুস্ সাইয়্যিআ-তি আইঁ ইয়াখ্সিফাল্লা-হু বিহিমুল্ আর্দ্বা আও ইয়া'তিয়াহুমুল্
(৪৫) যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না? বা এমন স্থান থেকে

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৪৬। আও ইয়া'খুযাহুম্ ফী তাক্বাল্লুবিহিম্ ফামা-হুম্ বিমু'জিযীন।
আযাব আসবে না যা তাদের ধারণাতীত ? (৪৬) কিংবা চলাফেরার সময় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না ? যা তারা ব্যর্থ করতে পারবে না।

﴿٤٧﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

৪৭। আও ইয়া'খুযা হুম্ 'আলা- তাখাওয়্যুফিন্ ; ফাইন্না রাব্বাকুম্ লারাউফুর্ রাহীম্। ৪৮। আওয়ালাম্ ইয়ারাও
(৪৭) বা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না ? আর তোমাদের প্রতিপালক তো স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। (৪৮) তারা

إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ

ইলা- মা-খালাক্বাল্লা-হু মিন্ শাইয়িই ইয়াতাফাইয়্যাউ জিলা-লুহূ 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়াশ্‌শামা—ইলি সুজ্জাদাল লিল্লা-হি
কি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে না? যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়ে সিজদাবনত থেকে ডানে ও বামে

وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

ওয়াহুম্ দা-খিরূন্। ৪৯। ওয়া লিল্লা-হি ইয়াসজুদু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আর্‌দ্বি মিন্ দা—ব্বাতিওঁ
ঝুঁকে পড়ে ? (৪৯) আকাশ মন্ডলিতে যা কিছু আছে এবং ভূমন্ডলে যত জীবজন্তু আছে সে সব কিছুই আল্লাহ্‌কে সিজদা করে

وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

ওয়াল্ মালা—ইকাতু ওয়া হুম লা-ইয়াসতাক্‌বিরূন্। ৫০। ইয়াখা-ফূনা রাব্বাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম্ ওয়া ইয়াফ্'আলূনা
এবং ফেরেশ্‌তারাও সিজদা করে ; আর তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে, যিনি তাদের প্রতি দয়াশালী এবং তাদেরকে যা

সিজদাহ

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ

মা- ইউ'মারূন্। ৫১। ওয়া ক্বা-লাল্লা-হু লা-তাত্তাখিযূ~ইলা-হাই নিছ্নাইনি, ইন্নামা- হুওয়া ইলা- হুওঁ ওয়া-হিদুন্,
আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (৫১) আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজনই হয়।

রুকূ ১২ ৫০ ৬ সিজদাহ ঃ ৭

فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ

ফাইয়্যা-ইয়া ফারহাবূন্। ৫২। ওয়া লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ্বি ওয়া লাহুদ্দীনু ওয়া-ছিবান্ ; আফাগাইরাল্
তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর। (৫২) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য। তোমরা কি তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয়

اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ۝

লা-হি তাত্তাকূন্। ৫৩। ওয়ামা-বিকুম্ মিন নি'মাতিন্ ফামিনাল্লা-হি ছুম্মা ইযা-মাস্‌সাকুমুদ্ব দ্বুররু ফাইলাইহি তাজ্'আরূন্।
কর ? (৫৩) তোমাদের কাছে যত নেয়ামত আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। অতঃপর দুঃখ-দৈন্য যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তাঁর কাছেই তোমরা ফরিয়াদ কর।

○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ অর্থাৎ, উপাস্য যেহেতু একমাত্র আমিই এবং এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় গুণাবলী যথা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রভৃতি একমাত্র আমারই জন্য নির্দিষ্ট। অতএব, প্রতিশোধ গ্রহণের এবং শাস্তির জন্য একমাত্র আমাকেই ভয় কর। আর আমার শরীক সাব্যস্ত করো না; করলে অবশ্যই আমি শাস্তি দিব। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, তোমাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে তা দূর করার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ডাক এবং তাঁরই নিকট আবেদন করতে থাক এবং অপর কোন দেবতার স্মরণ করো না। তোমাদের তখনকার অবস্থা দ্বারা বুঝা যায়, একত্ববাদ সত্য এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই উপাস্য। (বঃ কোঃ)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا

৫৪। ছুম্মা ইযা-কাশাফাদ্ দ্বুররা 'আন্কুম্ ইযা- ফারীকুম্ মিন্কুম্ বিরাব্বিহিম্ ইউশরিকূন্। ৫৫। লিইয়াকফুরূ

(৫৪) এরপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য দূর করে দেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রভুর সাথে শিরিক করে, (৫৫) তাদেরকে আমি যা

بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا

বিমা~ আ-তাইনা-হুম্ ; ফাতামাত্তা'উ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৫৬। ওয়া ইয়াজ্'আলূনা লিমা- লা- ইয়া'লামূনা নাছ্বীবাম্

দিয়েছি তা যাতে তারা অস্বীকার করতে পারে! সুতরাং তোমরা সুখ ভোগ করে নাও, অচিরেই তা জানতে পারবে। (৫৬) 'ওদের আমি যে জীবিকা দান করি ওরা তার এক অংশ

مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ

মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ ; তাল্লা-হি লাতুস্আলুন্না 'আম্মা-কুন্তুম্ তাফ্তারূন্। ৫৭। ওয়া ইয়াজ্'আলূনা লিল্লা-হিল্ বানা-তি

নির্ধারিত করে, যাদের সম্বন্ধে তারা অজানা তাদের জন্য ; আল্লাহর শপথ, তোমরা যে মিথ্যা রটনা কর তা প্রশ্ন করা হবে। (৫৭) ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে,

سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

সুবহা-নাহূ, ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াশ্তাহূন্। ৫৮। ওয়া ইযা- বুশ্শিরা আহ্বাদুহুম্ বিল্উন্ছা- জাল্লা ওয়াজ্হুহূ

তিনি তা হতে পবিত্র, পক্ষান্তরে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে পছন্দসই বস্তু। (৫৮) তাদের কাউকেও কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে তাদের চেহারা

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ

মুস্ওয়াদ্দাওঁ ওয়া হুওয়া কাজীম্। ৫৯। ইয়াতাওয়া-রা- মিনাল্ ক্বাওমি মিন্ সূ—ই মা-বুশশিরা বিহী ; আইউম্সিকুহূ 'আলা-

কাল হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে তারা ক্লিষ্ট হয়। (৫৯) প্রদত্ত সংবাদের লজ্জায় সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে থাকে। সে ভাবতে থাকে লাঞ্ছনা

هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

হূনিন্ আম্ ইয়াদুস্সুহূ ফিত্ তুরা-বি ; আলা- সা—আ মা-ইয়াহ্কুমূন্। ৬০। লিল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা

সয়ে সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রাখ ! তারা যে ফয়সালা করে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ! (৬০) যারা ঈমান আনে না

ع ১৩ রুকূ ৭

بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ

বিল্ আ-খিরাতি মাছালুস্ সাওই, ওয়া লিল্লা-হিল্ মাছালুল্ আ'লা-; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬১। ওয়া লাও

আখেরাতের প্রতি, তাদের অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট। আল্লাহর জন্যই মহান গুণাবলি রয়েছে এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৬১) আল্লাহ্ যদি

يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

ইউআ-খিযুল্লা-হুন্ না-সা বিজুল্মিহিম্ মা-তারাকা 'আলাইহা- মিন্ দা—ব্বাতিওঁ ওয়ালা-কিইঁ ইউআখ্খিরুহুম্ ইলা~

মানবজাতিকে তাদের জুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে পৃথিবীর বিচরণশীল কোন জীব-জন্তুকেই ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল

✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্য প্রকারের একটি বোকামির উল্লেখ করেছেন, তারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার বেটী বলতো। আর নিজেদের কন্যা হলে ছয় বছর উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই জঙ্গলের মধ্যে গর্ত খনন করে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে বলত, এই গর্তের মধ্যে কি আছে দেখ। কন্যা তাতে উঁকি মারতেই ধাক্কা দিয়ে তাতে ফেলে দিত এবং মাটি চাপা দিয়ে তাকে পুঁতে ফেলত। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, প্রথমতঃ খোদার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করাই বড় জঘন্য অপরাধ। আবার সেই সন্তানও কেমন; যাকে তারা লজ্জাকর মনে করতো। (বঃ কোঃ)

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

আজ্বালিম্ মুসাম্মান্, ফাইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্‌তা'খিরূনা সা-'আতাওঁ ওয়ালা-ইয়াস্‌তাক্বদিমূন।
পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালের জন্যও বিলম্ব করতে পারবে না বা ত্বরা করতে পারবে না।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ ٦٢

৬২। ওয়া ইয়াজ্ব'আলূনা লিল্লা-হি মা- ইয়াক্‌রাহূনা ওয়া তাছিফু আল্‌সিনাতুহুমুল কাযিবা আন্না লাহুমুল্ হুস্‌না ;
(৬২) তারা নিজেরা যা পছন্দ করে না তাই আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে। আর তাদের মুখে তারা মিথ্যা দাবী করে যে, কল্যাণ তাদের জন্যই।

لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٦٢ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن

লা-জ্বারামা আন্না লাহুমুন্ না-রা ওয়া আন্নাহুম্ মুফ্‌রাতূন্। ৬৩। তাল্লা-হি লাক্বাদ্ আরসাল্‌না~ইলা~উমামিম্ মিন্
সন্দেহ নেই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাতে তাদেরকেই সর্বাগ্রে পাঠানো হবে। (৬৩) শপথ আল্লাহর! নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি।

قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

ক্বাব্‌লিকা ফাযাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম্ ফাহুওয়া ওয়ালিয়্যুহুমুল্ ইয়াওমা ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
এরপর শয়তান তাদের কৃতকর্ম তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছে; সুতরাং শয়তানই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

٦٤ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۙ وَهُدًى

৬৪। ওয়ামা~আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা ইল্লা- লিতুবাইয়্যিনা লাহুমুল্ লাযীখ্ তালাফূ ফীহি, ওয়াহুদাওঁ
(৬৪) আমি তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٦٥ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ

ওয়া রাহ্‌মাতাল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন্। ৬৫। ওয়াল্লা-হু আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাআহ্ইয়া- বিহিল্ আর্দ্বা
মুমিনদের জন্য তা পথ নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দিয়ে তিনি যমীনকে

بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٦٦ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ ৮ ع ১৪ রুকূ

বা'দা মাওতিহা ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়াস্‌মা'উন্। ৬৬। ওয়া ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ-মি
তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, নিশ্চয় এতে শ্রবনকারীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৬৬) নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের

لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا

লা'ইব্‌রাতান্ ; নুস্‌ক্বীকুম্ মিম্মা- ফী বুতূনিহী মিম্ বাইনি ফারছিওঁ ওয়া দামিল লাবানান্ খা-লিছান্ সা—ইগাল
জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে গোবর এবং রক্ত মিশ্রিত পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ তোমাদেরকে পান করাই। যারা পান করে তাদের

لِّلشَّٰرِبِينَ ٦٧ وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

লিশ্‌শা-রিবীন্। ৬৭। ওয়া মিন্ ছামারা-তিন্ নাখীলি ওয়াল্ আ'না-বি তাত্তাখিযূনা মিনহু সাকারাওঁ ওয়া রিয্‌ক্বান্
জন্য তা সুপেয়। (৬৭) আর খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তোমরা শরাব ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক।

حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

হ্বসানান্ ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়া'ক্বিলূন। ৬৮। ওয়া আওহ্বা- রাব্বুকা ইলান্ নাহ্বলি আনিত্

এতে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ করেছেন যে,

اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ

তাখিযী মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইউতাওঁ ওয়া মিনাশ্ শাজ্বারি ওয়া মিম্মা- ইয়া'রিশূন্। ৬৯। ছুম্মা কুলী মিন্ কুল্লিছ্

'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যেখানে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (৬৯) এরপর সব ধরনের ফল থেকে

الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ

ছামারা-তি ফাস্লুকী সুবুলা রাব্বিকি যুলুলান্ ; ইয়াখ্রুজু মিম্ বুত্নিহা- শারা-বুম্ মুখ্তালিফুন্

ভক্ষণ কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালক যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর। তার পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন বর্ণের

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ

আল্ওয়া-নুহূ ফীহি শিফা—উল লিন্না-সি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন্। ৭০। ওয়াল্লা-হু

পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে

خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ

খালাক্বাকুম্ ছুম্মা ইয়াতাওয়াফ্ফা-কুম্, ওয়া মিন্কুম্ মাই ইউরাদ্দু ইলা~আর্যালিল্ 'উমুরি লিকাই লা-ইয়া'লামা

সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের মধ্যে অনেককে জরাগ্রস্ত বয়সে পৌঁছে দেয়া হয়। ফলে তার জানা

৯ ع ১৫ রুকূ

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

বা'দা 'ইল্মিন্ শাইআন ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ ক্বাদীর। ৭১। ওয়াল্লা-হু ফাদ্দ্বালা বা'দ্বাকুম্ 'আলা- বা'দ্বিন্

বিষয়ে সে আর সজ্ঞান থাকে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৭১) আল্লাহ্ জীবিকা দানে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব

فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ

ফির্ রিয্ক্বি, ফামাল্ লাযীনা ফুদ্দ্বিলূ বিরা—দ্দী রিয্ক্বিহিম্ 'আলা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম ফাহুম

দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিযিক থেকে এমন কিছু দেয় না– যাতে তারা সবাই সমান

فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٢﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ফীহি সাওয়া—উন্ ; আফাবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াজ্হাদূন্। ৭২। ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্ফুসিকুম্ আয্ওয়া-জ্বাওঁ

হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে ? (৭২) আল্লাহ্ তোমাদের নিজেদের থেকে তোমাদের সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ

ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আয্ওয়া-জ্বিকুম্ বানীনা ওয়া হ্বাফাদাতাওঁ ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি ;

এবং তোমাদের সঙ্গীনী থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছেন।

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

আফাবিল্ বা-ত্বিলি ইউ'মিনূনা ওয়া বিনি'মাতিল্লা-হি হুম্ ইয়াক্ফুরূন্। ৭৩। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তারা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? (৭৩) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন জিনিসের

مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٤﴾ فَلَا

মা- লা- ইয়াম্লিকু লাহুম্ রিয্ক্বাম্ মিনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াস্তাত্বী'উন্। ৭৪। ফালা-
পূজা করে যারা আসমান ও যমীন থেকে সামান্য রিযিক দানেরও অধিকার রাখে না এবং কোন শক্তিও রাখে না। (৭৪) তাই তোমরা

تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

ত্বাদ্বরিবূ লিল্লা-হিল্ আম্ছা-লা ; ইন্নাল্ লা-হা ইয়া'লামু ওয়া আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ৭৫। দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্
আল্লাহ্র কোন সমতুল্য স্থির করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্ একটি উপমা দিচ্ছেন অপরের

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

'আবদাম মাম্লূকাল্ লা- ইয়াক্বদিরু 'আলা- শাইয়িওঁ ওয়া মার্ রাযাক্বনা-হু মিন্না- রিয্কান্ হ্বাসানান্ ফাহুওয়া ইউন্ফিক্ব মিন্হু
অধীকারভুক্ত গোলামের ব্যাপারে, যে কোন বিষয়ের শক্তি রাখে না এবং এমন ব্যক্তির উপমা, যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন। সে তা

سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ

সির্রাওঁ ওয়া জ্বাহ্রান্ ; হাল্ ইয়াস্তাউনা ; আল্হ্বাম্দু লিল্লা-হি ; বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৭৬। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু
থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই। অথচ তাদের অধিকাংশই জানে না। (৭৬) আল্লাহ্ আরো

مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ

মাছালার রাজুলাইনি আহ্বাদুহুমা~আবকামু লা-ইয়াক্বদিরু 'আলা- শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়া কাল্লুন্ 'আলা- মাওলা-হু,
দুই ব্যক্তির উপমা দিচ্ছেন, তাদের একজন বোবা– সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না, সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ, তাকে

أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى

আইনামা- ইউওয়াজ্জিহ্হু লা-ইয়া'তি বিখাইরিন্ ; হাল্ ইয়াস্তাওয়ী হুওয়া, ওয়া মাই ইয়া'মুরু বিল্'আদ্লি, ওয়া হুওয়া 'আলা-
যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না– সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং ১০

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٧﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ع ৬ ১৬ রুকু

ছ্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৭৭। ওয়া লিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়ামা~আমরুস্ সা-'আতি ইল্লা-কালামহ্বিল
যে আছে সরল পথে ? (৭৭) আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এবং কিয়ামত তো মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র,

○ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়ার রাজা-মহারাজার বাদশাহের মত মনে করো না। যেমন মোসাহেব এবং দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতা ছাড়া দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর নিকট কেউ নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থনার কথা পৌছাতে পারে না। তেমনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তোমরা এই ধারণা করছ যে, তিনি নিজের শাহী প্রাসাদে ফেরেশতা, আওলিয়া ও তাঁর অন্যান্য নৈকট্য-প্রাপ্ত অনুগৃহীতজনদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কারও কোন কাজই আল্লাহর কাছে পৌছে না। (শাঃ হিঃ)

○ টীকা (আঃ ৭৬) ঃ যখন পৃথিবীর প্রভু এবং ভৃত্য পরস্পর সমান হতে পারে না, তখন প্রকৃত প্রবু এবং সত্যিকারের দাস কিরূপে সমান হবে।

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۷۸﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ

বাছ্বারি আও হুওয়া আক্বরাবু ; ইন্নাল্ লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৭৮। ওয়াল্লা-হু আখরাজ্বাকুম্ মিম্

যেন তা চক্ষুর পলকের ন্যায় কিংবা আরও নিকটবর্তী। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে

بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَیْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ

বুত্বূনি উম্মাহা-তিকুম্ লা-তা'লামূনা শাইআও ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ ওয়াল্ আব্ছ্বা-রা ওয়াল্ আফ্ইদাতা,

এমনভাবে বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি,দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾ اَلَمْ یَرَوْا اِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا

লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৭৯। আলাম্ ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বাইরি মুসাখ্খারা-তিন্ ফী জ্বাওওয়িস্ সামা—ই ; মা-

প্রকাশ করতে পার। (৭৯) তারা কি লক্ষ্য করে না উড়ন্ত পাখির দিকে– যে আকাশের শূণ্যগর্ভে নিয়োজিত রয়েছে ? আল্লাহ্ ছাড়া

یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ

ইউম্সিকুহুন্না ইল্লাল্লা-হু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন্। ৮০। ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্

কেউ তাদেরকে স্থির করতে পারে না। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। (৮০) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে তোমাদের

مِّنْ بُیُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُیُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ

মিম্ বুইউতিকুম সাকানাও ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ জুলূদিল্ আন্'আ-মি বুইউতান্ তাস্তাখিফ্ফূনাহা- ইয়াওমা জা'নিকুম্

বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্ম দ্বারা তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার

وَیَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى

ওয়া ইয়াওমা ইক্বা-মাতিকুম্, ওয়া মিন্ আছ্ওয়া-ফিহা- ওয়া আওবা-রিহা- ওয়া আশ্'আ-রিহা~আছা-ছাও ওয়া মাতা'আন ইলা-

এবং অবস্থানকালে সহজে স্থাপন করতে পার এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন এগুলোর পশম, লোম ও কেশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য

حِیْنٍ ﴿۸۰﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا

হীন। ৮১। ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিম্মা- খালাক্বা জিলা-লাও ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্ জ্বিবা-লি আক্না-নাও

ব্যবহার্য সামগ্রী। (৮১) আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়াদার বস্তু এবং আত্মগোপনের জন্য পর্বতমালা তৈরি করেছেন

وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ

ওয়া জ্বা'আলা লাকুম্ সারা-বীলা তাক্বীকুমুল হ্বার্‌রা ওয়া সারা-বীলা তাক্বীকুম্ বা'সাকুম্ ; কাযা-লিকা

এবং ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্র– যা তোমাদেরকে তাপ থেকে বাঁচায় এবং যুদ্ধে আঘাত থেকে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর

✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ একটি ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি প্রমাণের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পক্ষীকুলকে এরূপ এক বিশেষ গঠনে সৃষ্টি করা, যার ফলে উড়া সম্ভব হচ্ছে এটা একটি প্রমাণ। (আবার শূন্যমণ্ডলকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে উড়া সম্ভব হচ্ছে, এটা একটি প্রমাণ।) আবার সেই উড়া কার্যটি বাস্তবরূপ গ্রহণ করা আর একটি প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত উড়ার ব্যাপারে যত প্রকার উপাদান রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার মহিমা এসব উপাদানের উপর উড়া কার্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব, এই একটি ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অপার ক্ষমতার বহুবিধ প্রমাণ রয়েছে। (বঃ কোঃ)

يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

ইউতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুস্‌লিমূন্ । ৮২ । ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইকাল্ বালা-গুল্

অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন। যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করতে পার। (৮২) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্টভাবে

الْمُبِيْنُ ﴿٨٣﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَيَوْمَ ১১ ع ৭ ১৭ রুকূ

মুবীন্ । ৮৩ । ইয়া'রিফূনা নি'মাতাল্লা-হি ছুম্মা ইউন্‌কিরূনাহা- ওয়া আক্‌ছারুহুমুল্ কা-ফিরূন্ । ৮৪ । ওয়া ইয়াওমা

প্রচার করা। (৮৩) তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফের। (৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক

نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٥﴾

নাব্'আছু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ছুম্মা লা-ইউ'যানু লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়ালা- হুম্ ইউস্‌তা'তাবূন্ ।

কওম থেকে একজন সাক্ষী উত্থিত করব, সেদিন কাফেরদেরকে কোন কিছুর অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের কোন অজুহাতও শোনা হবে না।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৫ । ওয়া ইযা-রাআল্লাযীনা জালামুল্ 'আযা-বা ফালা- ইউখাফ্‌ফাফু 'আনহুম্ ওয়ালা- হুম্ ইউন্‌জারূন্ ।

(৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا

৮৬ । ওয়া ইযা- রাআল্লাযীনা আশ্‌রাকূ শুরাকা—আহুম্ ক্বা-লূ রাব্বানা- হা~উলা—ই শুরাকা—উনাল্ লাযীনা কুন্না-

(৮৬) মুশরিকরা যখন তাদের উপাস্যদের দেখবে, তখন বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তো তারা, যাদেরকে আমরা আপনার শরীক সাব্যস্ত

نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ তিন চতুর্থাংশ

নাদ্'উ মিন্ দূনিকা, ফাআল্‌ক্বাও ইলাইহিমুল্ ক্বাওলা ইন্নাকুম্ লাকা-যিবূন্ । ৮৭ । ওয়া আল্‌ক্বাও ইলাল্লা-হি

করেছিলাম, তাদেরকে আপনার পরিবর্তে ডাকতাম।' তখন তারা তার উত্তরে বলবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট

يَوْمَئِذِ ِۨالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ

ইয়াওমাইযি নিস্ সালামা ওয়াদ্বাল্লা 'আনহুম মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্ । ৮৮ । আল্লাযীনা কাফারূ ওয়াছাদ্দূ 'আন্

আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৮৮) যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে

سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ

সাবীলিল্লা-হি যিদ্‌না-হুম্ 'আযা-বান্ ফাওক্বাল্ 'আযা-বি বিমা- কা-নূ ইউফ্‌সিদূন্ । ৮৯ । ওয়া ইয়াওমা নাব্'আছু

বাধা প্রদান করেছে আমি তাদের আযাবের পর আযাব বৃদ্ধি করব; কারণ, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করত। (৮৯) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ

ফী কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ 'আলাইহিম্ মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ ওয়া জি'না-বিকা শাহীদান্ 'আলা- হা~উলা—ই ;

মধ্য থেকে তাদেরই একজনকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে আমি সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করব।

১২ ع ৬ ১৮ রুকূ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

ওয়া নায্যাল্না 'আলাইকাল্ কিতা-বা তিব্ইয়া-নাল্ লিকুল্লি শাইইওঁ ওয়া হুদাও ওয়া রাহ্মাতাও ওয়া বুশ্রা- লিল্মুস্লিমীন্।
আর আমি মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি।

۝٩٠ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى

৯০। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরু বিল্'আদ্লি ওয়াল্ ইহ্সা-নি ওয়া ই-তা—ই- যিল্ কুর্বা- ওয়া ইয়ানহা-
(৯০) নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা,

عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٩١ وَاَوْفُوْا

'আনিল্ ফাহ্শা—ই ওয়াল্ মুনকারি ওয়াল বাগ্ই, ইয়া'ইজুকুম্ লা'আল্লাকুম তাযাক্কারূন্। ৯১। ওয়া আওফূ
অসৎকর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৯১) তোমরা কখনও

بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ

বি'আহদিল্লা-হি ইযা-'আ-হাত্তুম্ ওয়ালা-তান্কুদ্বুল্ আইমা-না বা'দা তাওকীদিহা- ওয়া ক্বাদ্ জ্বা'আল্তুমুল্লা-হা
আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না- শক্তভাবে অঙ্গীকার করে আল্লাহকে

عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝٩٢ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ

'আলাইকুম্ কাফীলান্ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-তাফ্'আলূন্। ৯২। ওয়ালা-তাকূনূ কাল্লাতী নাক্বাদ্বাত্
জামিন করার পর। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ অবশ্যই জানেন। (৯২) তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না- যে সুতা পাকিয়ে মজবুত

غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۭ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ

গায্লাহা- মিম্ বা'দি কুওয়্যাতিন্ আন্কা-ছান্ ; তাত্তাখিযূনা আইমা-নাকুম্ দাখালাম বাইনাকুম্ আন্ তাকূনা
করার পর তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। (তার মতো) তোমরা তো নিজেদের শপথকে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য ব্যবহার কর, যাতে একদল

اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

উম্মাতুন্ হিয়া আরবা-মিন্ উম্মাতিন ; ইন্নামা- ইয়াব্লূ কুমুল্লা-হু বিহী ; ওয়ালা ইউবাইয়্যিনান্না লাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
অন্যদল থেকে অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। আল্লাহ্ তো এর দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষাই করেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ্

مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٩٣ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ

মা- কুন্তুম্ ফীহি তাখতালিফূন্। ৯৩। ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজ্বা'আলাকুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতাওঁ ওয়ালা-কিইঁ-ইউদ্বিল্লু
কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি যাকে

مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَلَتُسْــَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩٤ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا

মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়ালা তুস্আলুন্না 'আম্মা- কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৯৪। ওয়ালা- তাত্তাখিযূ~
ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) পরস্পরকে বিপর্যস্ত

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ

আইমা-নাকুম্ দাখালাম্ বাইনাকুম্ ফাতাযিল্লা ক্বাদামুম্ বা'দা ছুবূতিহা- ওয়া তাযূকুস্ সূ—আ বিমা- ছাদাত্তুম্

করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। অন্যথায় তোমরা দৃঢ়পদ হওয়ার পর তোমাদের পা পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা প্রদানের

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ

'আন্ সাবীলিল্লা-হি, ওয়ালাকুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ৯৫। ওয়ালা- তাশ্তারূ বি'আহদিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্ ;

কারণে শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (৯৫) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না।

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ

ইন্নামা- 'ইন্দাল্ লা-হি হুওয়া খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৯৬। মা- 'ইন্দাকুম্ ইয়ান্‌ফাদু ওয়ামা- 'ইন্দাল্

আল্লাহর নিকট যা আছে তাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা তা জানতে। (৯৬) তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং

اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

লা-হি বা-ক্বিন্ ; ওয়ালা নাজ্যিয়ান্নাল্ লাযীনা ছাবারূ~আজ্‌রাহুম্ বিআহ্‌সানি মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।

আল্লাহর নিকট যা আছে তা সর্বদাই থাকবে। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে প্রদান করবেন।

﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ

৯৭। মান্ 'আমিলা ছা-লিহাম্ মিন যাকারিন্ আও উন্‌ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফালা নুহ্‌য়িয়ান্নাহূ হায়া-তান্ ত্বাইয়্যিবাতান্,

(৯৭) মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করব এবং প্রতিদানে

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

ওয়া লানাজ্যিয়ান্নাহুম আজ্‌রাহুম্ বিআহ্‌সানি মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৮। ফাইযা- ক্বারা'তাল্ কুরআ-না ফাস্‌তা'ইয্

তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব। (৯৮) যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন, তখন আল্লাহর

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির্ রাজ্বীম্। ৯৯। ইন্নাহূ লাইসা লাহূ সুলত্বা-নুন্ 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আলা রাব্বিহিম্

স্মরণ নেবেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে। (৯৯) শয়তানের কোন আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের প্রতি

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ১৩ ع ১৯ রুকূ

ইয়াতাওয়াক্কালূন্ ১০০। ইন্নামা- সুল্‌ত্বা-নুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়াতাওয়াল্লাওনাহূ ওয়াল্লাযীনা হুম্ বিহী মুশ্‌রিকূন্।

ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর চলে। যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরিক করে।

﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ

১০১। ওয়া ইযা- বাদ্দাল্‌না~আ-ইয়াতাম্ মাকা-না আ-ইয়াতিও ওয়াল্লা-হু 'আলামু বিমা- ইউনায্‌যিলু ক্বা-লূ~ইন্নামা~আন্‌তা মুফ্‌তারিন্ ;

(১০১) আমি যখন এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি এবং আল্লাহই অধিক জানেন তিনি যা নাযিল করেছেন; তখন তারা বলে, 'আপনি তো কেবল মিথ্যা

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১০২। কুল্ নায্যালাহূ রূহুল্ কুদুসি মির্ রাব্বিকা বিল্হাক্কি
উদ্ভাবনকারী'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (১০২) বলুন, 'আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে একে জিব্রাঈল সত্যসহ নাযিল করেছে–

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٣﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

লিইউছাব্বিতাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশ্রা- লিল্মুসলিমীন্। ১০৩। ওয়া লাক্বাদ্ না'লামু আন্নাহুম্ ইয়াক্বূলূনা
ঈমানদারদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আর মুসলমানদের পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ। (১০৩) আমি অবশ্যই জানি যে– তারা বলে,

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ

ইন্নামা- ইউ'আল্লিমুহূ বাশারুন্ ; লিসা-নুল্লাযী ইউল্হিদূনা ইলাইহি আ'জ্বামিয়্যুওঁ ওয়া হা-যা- লিসা-নুন্ 'আরাবিয়্যুম্
'তাকে [মুহাম্মদ (স)-কে] শিক্ষা দেয় এক জন মানুষ। তারা যার প্রতি ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআন তো সুস্পষ্ট আরবী

مُّبِينٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

মুবীন্। ১০৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিআ-য়া-তিল্লা-হি, লা-ইয়াহ্দীহিমুল্লা-হু ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
ভাষায় (বর্ণিত)। (১০৪) যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ্ পথ নির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। ইন্নামা- ইয়াফ্তারিল্ কাযিবাল্ লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিআ-য়া-তিল্লা-হি, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ কা-যিবূন্।
(১০৫) যারা আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

১০৬। মান্ কাফারা বিল্লা-হি মিম্ বা'দি ঈমা-নিহী~ইল্লা- মান্ উক্রিহা ওয়া ক্বাল্বুহূ মুত্বমাইন্নুম্ বিল্ঈমা-নি
(১০৬) কেউ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর তাঁকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলে তার উপর আল্লাহ্র গজব আপতিত হবে

وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ওয়ালা-কিম্ মান্ শারাহা বিল্কুফ্রি ছাদ্রান্ ফা'আলাইহিম্ গাদ্বাবুম্ মিনাল্লা-হি ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্।
এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ; তবে কাউকে কুফরীতে বাধ্য করা হলে এবং তার অন্তর ঈমানের প্রতি অবিচল থাকলে ভিন্ন কথা।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

১০৭। যা-লিকা বিআন্নাহুমুস্ তাহ্ব্বুল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি ওয়া আন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্
(১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৩) ঃ انما يعلمه بشر – তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে অবগত কতিপয় গোলাম (দাস), যারা প্রথমে খৃষ্টান ও ইহুদী ছিল। পরে মুসলমান হয়েছিল, তাদের ভাষাও আরবী ছিল না। মক্কার মুশরিকরা বলত, অমুক গোলাম (দাস) মুহাম্মদ (স)-কে কুরআন শিখায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যাদের ব্যাপারে তারা (কুরাইশরা) একথা বলে, তারা তো আরবী ভাষা সুন্দরভাবে জানে না। অথচ কুরআন তো স্পষ্ট আরবী ভাষা। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ পূর্ণ আয়াতটির সারমর্ম এই, যারা ঈমান আনয়নের পর আবার আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফরী করে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নাযিল হবে এবং কঠোর শাস্তি হবে। কিন্তু কাফেররা যদি কোন মুমিনের প্রতি বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ, হত্যার ভয় দেখায়, তার দ্বারা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করায় এবং সে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থেকে কুফরকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করে, তবে এরূপ ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করলে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার গযবও হবে না এবং তার শাস্তিও হবে না। (বঃ কোঃ)

الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٠٨﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ

ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন্। ১০৮। উলা—ইকাল্লাযীনা ত্বাবা'আল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ ওয়া সাম্'ইহিম্ ওয়া
কাফের সম্প্রদায়কে। (১০৮) এরাই তো তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং

أَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

আব্ছ্বা-রিহিম্, ওয়া উলা—ইকা হুমুল্ গা-ফিলূন্। ১০৯। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি হুমুল্ খা-সিরূন্।
তারাই পরিণাম সম্পর্কে অসচেতন। (১০৯) সন্দেহ নেই, তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।

﴿١١٠﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جٰهَدُوا وَصَبَرُوٓا إِنَّ

১১০। ছুম্মা ইন্না রাব্বাকা লিল্লাযীনা হা-জ্বারূ মিম্ বা'দি মা- ফুতিনূ ছুম্মা জ্বা-হাদূ ওয়া ছ্বাবারূ~, ইন্না
(১১০) আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর দেশত্যাগ করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে– তবে তাদের প্রতি আপনার

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١١﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجٰدِلُ عَنْ نَّفْسِهَا ১৪ ع ২০ রুকূ

রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্ রাহ্বীম্। ১১১। ইয়াওমা তা'তী কুল্লু নাফ্সিন্ তুজ্বা-দিলু 'আন্ নাফ্সিহা-
প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রত্যেক ব্যক্তি সওয়াল-জওয়াব করতে করতে

وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً

ওয়া তুওয়াফ্ফা- কুল্লু নাফ্সিম্ মা- 'আমিলাত্ ওয়া হুম্ লা- ইউজ্লামূন্। ১১২। ওয়া দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্ ক্বারইয়াতান্
উপস্থিত হবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এমন এক জনপদের,

كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ

কা-নাত্ আ-মিনাতাম্ মুত্বমাইন্নাতাই ইয়া'তীহা- রিয্ক্বুহা- রাগাদাম্ মিন্ কুল্লি মাকা-নিন্ ফাকাফারাত্ বিআন্'উমিল্লা-হি
যা ছিল অত্যন্ত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত অবস্থায়। যেখানে সব দিক থেকে প্রচুর রিযিক আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র প্রদত্ত অনুগ্রহ অস্বীকার করে বসে।

فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ

ফাআযা-ক্বাহাল লা-হু লিবা-সাল জূ'ই ওয়াল্ খাওফি বিমা- কা-নূ ইয়াছ্না'উন। ১১৩। ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আহুম্
ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদ করান। (১১৩) তাদের নিকট অবশ্যই তাদেরই মধ্য থেকে একজন

رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُونَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا

রাসূলুম্ মিন্হুম্ ফাকায্যাবূহু ফাআখাযাহুমুল 'আযা-বু ওয়া হুম্ জা-লিমূন্। ১১৪। ফাকুলূ মিম্মা-
রাসূল এসেছিলেন। তারা তাকে মিথ্যারোপ করেছিল। তাই আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। আর তারা ছিল জালিম। (১১৪) সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদেরকে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১১) ঃ تجادل عن نفسها - অর্থাৎ, গুনাহগার নিজকে নিজে তিরস্কার করবে। গুনাহগাররা বলবে আমরা কেন গুনাহ করেছিলাম। ইবাদাতকারীগণ বলবে আমরা কেন বেশি পরিমাণ ইবাদাত করিনি, অথবা প্রত্যেকে তার নিজকে বাঁচানোর জন্য বাদানুবাদ (ঝগড়া) করবে এবং নফ্সী-নফ্সী বলবে। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ১১২) ঃ পূর্বকালের বহু জনপদেরই এ দশা হয়েছিল যে, বাহ্যিক নেয়ামত, নিরাপত্তা এবং জীবিকার সুব্যবস্থা ছিল এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামত তথা রাসূলগণের আগমনও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা বিধর্মাচরণ করেছিল এবং দণ্ডিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কাবাসীগণকে সে জনপদগুলোর অবস্থা শুনাচ্ছে যে, তোমরা যদি সেরূপ কর, তবে তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। (কুঃ কারীম)

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হ্বালা-লান্ ত্বাইয়্যিবাওঁ, ওয়াশ্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন।
যে হালাল রিযিক দান করেছেন তা তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমরা যদি কেবল তাঁরই ইবাদত করতে থাক।

۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ

১১৫। ইন্নামা- হ্বার্‌রামা 'আলাইকুমুল্ মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়া লাহ্বমাল্ খিন্‌যীরি ওয়ামা~ উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী, ফামানিদ্ব
(১১৫) আল্লাহ্ নিশ্চয় মৃত, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তবে

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ

ত্বুর্‌রা গাইরা বা-গিওঁ ওয়ালা- 'আ-দিন্ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহ্বীম্। ১১৬। ওয়ালা- তাকূলূ লিমা- তাছিফু আল্‌সিনাতুকুমুল্
কেউ একান্ত বাধ্য হলে অন্যায় ও সীমালংঘন না করে তা গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তো নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১১৬) অন্য সব বিষয়ে তোমরা যেভাবে

الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ

কাযিবা হা-যা- হ্বালা-লুওঁ ওয়া হা-যা- হ্বারামুল্ লিতাফ্‌তারূ 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা ; ইন্নাল্লাযীনা
মিথ্যা বলে থাক– সেভাবে তোমরা বল না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম– আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার জন্য।' নিশ্চয় যারা আল্লাহর

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۠ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

ইয়াফ্‌তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা লা-ইউফ্‌লিহূন্। ১১৭। মাতা-'উন্ ক্বালীলুওঁ, ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম হয় না। (১১৭) তাদের সুখ সম্ভোগ অল্প কয়েকদিনের মাত্র এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।

۝ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

১১৮। ওয়া 'আলাল্লাযীনা হা-দূ হ্বার্‌রাম্‌না- মা-ক্বাছাছ্‌না- 'আলাইকা মিন্ ক্বাব্‌লু, ওয়ামা- জ্বালাম্‌না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~
(১১৮) আপনার নিকট ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি, ইহুদীদের জন্য তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি। কিন্তু

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ

আনফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১১৯। ছুম্মা ইন্না রাব্বাকা লিল্লাযীনা 'আমিলুস্ সূ—আ বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বূ মিম্
তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (১১৯) আর যারা না জেনে মন্দ কাজ করে, অতঃপর তারা তাওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন

১৫ ع ৯ ২১ রুকূ

بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ

বা'দি যা-লিকা ওয়া আছ্বলাহূ~ইন্না রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্ রাহ্বীম। ১২০। ইন্না ইব্রা-হীমা কা-না
করলে তাদের জন্য আপনার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) ছিলেন এক জাতির পথিকৃত।

اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۭ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۭ اِجْتَبٰىهُ

উম্মাতান্ ক্বা-নিতাল লিল্লা-হি হ্বানীফান্ ; ওয়ালাম্ ইয়াকু মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১২১। শা-কিরাল্ লিআন্'উমিহী ; ইজ্‌তাবা-হু
তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ, অনুগত এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, (১২১) তিনি আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর গুজার করেছিলেন।

সূরা বনী-ইসরা-ঈল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

পারা ১৫ মঞ্জিল ৪

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ ①

১। সুব্হা-নাল্লাযী~আস্রা- বি'আব্দিহী লাইলাম মিনাল মাসজ্বিদিল হ্বারা-মি ইলাল্ মাস্জ্বিদিল
(১) সেই পবিত্র ও সুমহান সত্বা তিনি– যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল

الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ② وَاٰتَيْنَا

আক্বছাল্লাযী বা-রাক্না- হ্বাওলাহূ লিনুরিয়াহূ মিন আ-য়া-তিনা- ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্। ২। ওয়া আ-তাইনা-
আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (২) আমি

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ

মূসাল্ কিতা-বা ওয়া জ্বা'আলনা-হু হুদাল্ লিবানী~ইস্রা—ঈলা আল্লা- তাত্তাখিযূ মিনদূনী
মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তা বনী ইস্রাঈলদের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম– যাতে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক

وَكِيْلًا ③ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ④ وَقَضَيْنَآ اِلٰى

ওয়াকীলা-। ৩। যুররিয়্যাতা মান হ্বামাল্না- মা'আ নূহ্বিন ; ইন্নাহূ কা-না 'আব্দান শাকূরা-। ৪। ওয়া ক্বাদ্বাইনা~ইলা-
সাব্যস্ত না কর। (৩) তোমরা তো তাদেরই সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন এক কৃতজ্ঞ বান্দা।' (৪) আর আমি

بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا

বানী~ইস্রা—ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাতুফ্সিদুন্না ফিল্ আরদ্বি মাররাতাইনি ওয়া লাতা'লুন্না 'উলুওয়্যান্ কাবীরা-।
তাওরাতে ওহী দ্বারা বনী-ইস্রাঈলদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমরা চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

⑤ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

৫। ফাইযা- জ্বা—আ ওয়া'দু উলা-হুমা- বা'আছ্না- 'আলাইকুম্ 'ইবা-দাল্ লানা~উলী বা'সিন্ শাদীদিন্
(৫) অতঃপর এই দুটি সময়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন আসল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার এমন কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে, যারা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ এ সূরাকে سورة الاسراء (সূরাতুল ইসরা')ও বলা হয়। কারণ, এ সূরায় রাসূলুল্লাহ (স) اسراء (রাত্রিকালীন মসজিদে আকসায় গমন)-এর উল্লেখ রয়েছে। اسراء-এর অর্থ রাতে নিয়ে যাওয়া। ليلا এজন্য বলা হয়েছে, যাতে রাতের কম সময় (এক অংশ) বুঝা যায়। ليلا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে– রাতের এক অংশ অথবা কিছু অংশ। অর্থাৎ, চল্লিশ রাতের এ দূরত্বের সফর পূর্ণ এক রাতেও নয় বরং এক রাতের কিছু অংশে সফর করানো হয়েছে। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ مسجد الاقصى : اقصى অর্থ দূরবর্তী। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটি আলকুদ্স শহরের মধ্যে, যা ফিলিস্তিনে অবস্থিত। মক্কা হতে আলকুদস্ পর্যন্ত দূরত্ব ৪০ (চল্লিশ). দিনের। এ কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসকে মসজিদে আকসা (দূরের মসজিদ) বলা হয়। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ১) ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করেন। বহু নবী এর আশেপাশে সমাহিত থাকাকে ধর্মীয় বরকত এবং তথায় বহু ফলবান বৃক্ষ, নহর এবং শস্য-ক্ষেত্রকে পার্থিব বরকত বলা হয়েছে। আর নিমিষের মধ্যে মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যাওয়া, সমস্ত নবী ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে নামায পড়া এবং আলোচনা করাকে কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন বলা হয়েছে। নবুওয়াত প্রাপ্তির দ্বাদশ বর্ষে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। উম্মে হানীর ঘর হতে বোরাক যোগে জিবরাঈল (আ) হুযূর (স)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তথা হতে সিদ্রাতুল মুন্তাহা নিয়ে যান। অতঃপর হুযূর (স) একাকী রফরফ যোগে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন এবং সেখানেই ৫ ওয়াক্ত নামায এবং রোযা ফরয হয়। ফেরার পথে বেহেশত ও দোযখ ভ্রমণ করেন। (মুঃ কোঃ)